গ্রন্থকারের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার একটা শাশ্বত নিয়ম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। সেই নিয়মটি হলো, যে ব্যক্তি হেদায়াতের জন্য উদগ্রীব হয়, পোষণ করে তীব্র পিপাসা, আগ্রহ ও অস্থিরতা, আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করেন। আর যার ভেতরে হেদায়াতের পিপাসা নেই, তাকে তিনি কখনো হেদায়াত দান করেন না।

কোন বাবা তার সন্তানের সাথে এবং স্নেহময় শিক্ষক স্বীয় অধ্যবসায়ী শিষ্যের সাথে যে ধরনের আচরণ করে থাকে, আল্লাহ তায়ালা তার হেদায়াত প্রত্যাশী বান্দার সাথে ঠিক তদ্রূপ আচরণ করে থাকেন। আল্লাহ তাকে হেদায়াতের পথে তুলে দিয়েই শুধু ক্ষান্ত থাকেন না, বরং তাকে অব্যাহতভাবে নিজের দিকে টানতে থাকেন এবং সামনে এগিয়ে নিতে থাকেন। পক্ষান্তরে যার ভেতরে হেদায়াত লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা-বাসনা নেই, আল্লাহ তার কোন ধার ধারেন না। তার ব্যাপারে আল্লাহ বেপরোয়া হয়ে যান। তাকে ছেড়ে দেন, যে পথে ইচ্ছা চলুক এবং যে গর্তে ইচ্ছা পড়ুক।

পবিত্র কোরআন মানব জাতিকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখানোর জন্য নাযিল হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার তীব্র বাসনা, অদম্য ইচ্ছা ও প্রবল পিপাসা যে পোষণ করে, একমাত্র সেই তা থেকে আলো পেয়ে থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সুপথ প্রাপ্তি ও আত্মশুদ্ধির জন্য নয়, বরং নিছক বাড়তি জ্ঞান অর্জনের খাতিরে এটি অধ্যয়ন করে, সে কোরআন থেকে কোন পথনির্দেশনা পায় না। রাসূলের (সা) হাদীসের বেলায়ও এ কথাটা

সূচিপত্র

২৩ মুসলমানের নিকট মুসলমানের অধিকার ১৭
বিদায় হজ্জের বাণী ১৭
প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাংখী হওয়া মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য ১৮
মুসলমানরা পরস্পরের অংগ প্রত্যংগের মত ১৯
মুসলমানরা পরস্পরে একটি অট্টালিকার মত ১৯
মুসলমান মুসলমানের আয়নাস্বরূপ ২০
যালেম ও মযলুম উভয় অবস্থায় সাহায্য করা ২১
সৎ মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন করে রাখা উচিত ২১
নিজের জন্য ও অপরের জন্য একই ধরনের জিনিস পছন্দ করা উচিত ২২
শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা ২৩
তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা জায়েয নয় ২৪
খারাপ ধারণা করা অন্যায় ২৫
মানুষকে কষ্ট দেয়া, অপমান করা ও গোপনীয়তা ফাঁস করা অনুচিত ২৬
গীবতের লোমহর্ষক পরিণাম ২৭
মুসলমানের ৬টি অধিকার ২৮
পণ্য দ্রব্যের খুঁত না জানিয়ে বিক্রি করা হারাম ২৯
ফৌজদারী অপরাধ ব্যতীত ছোট খাট ভুলত্রুটি ক্ষমা করা উচিত ৩০
অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ৩০
জীবজন্তুর অধিকার ৩১
একটি উটের কাহিনী ৩১
সফরে বাহক জীবজন্তুকে কিভাবে চালাতে হবে ৩২
জন্তুকে যবাই করতে ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা চাই ৩৩
কোন প্রাণীকে বেঁধে রেখে তীর বর্ষণ করা নিষিদ্ধ ৩৩
মুখমণ্ডলে আঘাত করা ও দাগ দেয়া নিষিদ্ধ ৩৪
পাখীর অধিকার ৩৪
একটি পাখীর ঘটনা ৩৫
জীবজন্তুর মধ্যে লড়াই বাধানো জায়েয নেই ৩৬
জীবজন্তুর সেবায়ও পুণ্য ৩৬

২৪ চারিত্রিক ত্রুটিসমূহ ৩৮
অহংকার ৩৮
অহংকারী বেহেশতে যাবে না ৩৮
অহংকারের বশে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী বেহেশতে যেতে পারবে না ৩৯
বিনা অহংকারে টাখনুর নীচে কাপড় নামলে ক্ষতি নেই ৪০
অহংকার ও অপচয়-অপব্যয় বর্জনীয় ৪০
যুলুম ৪১
যুলুম অন্ধকারে পরিণত হবে ৪১
অত্যাচারীর সমর্থন অনৈসলামিক কাজ ৪১
প্রকৃত সর্বহারা কে? ৪১
মযলুমের বদ দোয়া ৪৩
ক্রোধ ৪৩
প্রকৃত বীর কে? ৪৩
ক্রোধ দমনের উপায় ৪৪
প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা মহৎ গুণ ৪৫
ক্রোধ দমনের পুরস্কার ৪৫
ঈমানদার সুলভ চরিত্র ৪৫
ক্রোধ দমনের গুরুত্ব ৪৬
কাউকে ভেঙ্গানো বা ভেংচি দেয়া ৪৬
অন্যের বিপদে খুশী হওয়া ৪৭
মিথ্যা বলা ৪৭
মিথ্যে স্বপ্নের কথা বলা ৪৮
খাওয়া নিয়ে মিথ্যাচার ৪৮
জঘন্যতম বিশ্বাসঘাতকতা ৪৯
শিশুদের সাথে মিথ্যাচার ৪৯
হাসি-ঠাট্টাচ্ছলে মিথ্যাচার ৫০
মিথ্যাচার, তর্ক পরিহার ও সচ্চরিত্রের জন্য সুসংবাদ ৫১
অশ্লীল কথা বলা ও কটুক্তি করা ৫২
আল্লাহ কটুক্তিকারীকে ঘৃণা করেন ৫২
অশ্লীল কথা বলা ও তা রটনা করা সমান পাপ ৫২
দু'মুখো নীতি বা কপটাচার ৫২
দু'মুখো আচরণের ভয়াবহ পরিণাম ৫৩
গীবত বা পরনিন্দা ৫৪

গীবত ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ ৫৫
গীবতের কাফফারা ৫৫
মৃত ব্যক্তির নিন্দা বা গালাগাল অনুচিত ৫৬
অন্যায়কে সমর্থন ও পক্ষপাতিত্ব করা ৫৬
অবৈধ পক্ষপাতিত্ব ৫৬
আপনজনদের অত্যাচারমূলক কাজে সাহায্য করা ৫৬
অন্যায় কাজে সাহায্য করা ৫৭
অন্ধ স্বজাতি প্রেম ইসলাম বিরোধী ৫৭
চাটুকারিতা তথা সামনা সামনি প্রশংসা ৫৮
ফাসেকের প্রশংসায় আরশ কাঁপে ৫৮
মুখের ওপর প্রশংসা ৫৯
মিথ্যা সাক্ষ্য দান ৬০
হাসি তামাসা, ওয়াদা খেলাপী, ঝগড়া ও বিতর্ক ৬১
ওয়াদা পালনের নিয়ত থাকলে পালন করতে না পারলেও গুনাহ হবে না ৬২
অন্যের দোষ অনুসন্ধান ৬২
বিনা তদন্তে প্রচার করা ৬৩
চোগলখোরি ৬৪
চোগলখোরি কবরের আযাবের কারণ ৬৪
গীবত শোনাও নিষেধ ৬৫
হিংসা ও বিদ্বেষ ৬৫
কূ-দৃষ্টি ৬৫
প্রথম দৃষ্টি বৈধ ৬৬
২৫ নৈতিক সদগুণাবলী ৬৭
সৎ চরিত্রের গুরুত্ব ৬৭
সৎ চরিত্রই সৎ মানুষের ভূষণ ৬৭
জনগণের সাথে ভালো ব্যবহার করা ৬৮
সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য ৬৮
সাদাসিধে জীবন ৬৯
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ৬৯
চুল ও দাড়ির পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ৭০
বেশভূষায় কৃত্রিম দৈন্য ফুটিয়ে তোলা উচিত নয়? ৭০
সালাম ৭১
সালাম বিনিময় পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টির উপায় ৭২

بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলমানের নিকট মুসলমানের অধিকার

বিদায় হজ্জের বাণী

٢٠٧- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجَّةِ الْوِدَاعِ اَلاَ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ، قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا، وَيْلَكُمْ اَوْوَيْحَكُمْ اُنْظُرُوْا لاَتَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ - (بخاري، ابن عمر رض)

২০৭. রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে বলেছেন : শুনে রাখ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের রক্ত, ধনসম্পদ ও মানসম্ভ্রম ঠিক তদ্রূপ সম্মানিত ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর সম্মানিত। আমি কি কথাটা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি? লোকেরা বললো : হাঁ, আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থেক যে, আমি উম্মতের নিকট তোমার বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। পুনরায় বললেন : সাবধান, আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না যে, মুসলমান হয়েও একে অপরকে হত্যা করতে থাকবে। (বোখারী, ইবনে উমর রা.)

ব্যাখ্যা : উপরোক্ত হাদীসে এক মুসলমান কর্তৃক অপর মুসলমানকে হত্যা করাকে কুফরী আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপর একটি হাদীসেও আছে যে,

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ -

"মুমিনকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী।"

কোরআনের একটি আয়াত থেকেও জানা যায় যে, মুসলমান কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা এমন একটি অপরাধ, যার শাস্তি কুফরীর মতই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ـ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। উপরন্তু তার ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হবেন, তাকে অভিসম্পাত দেবেন এবং তার জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা নিসা)

মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে যদি কেউ মুসলমান থাকতে পারতো, তাহলে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম হতো না। জাহান্নামের শাস্তি শুধু কাফেরের জন্যই নির্ধারিত। – অনুবাদক

প্রত্যেক মুসলমানের শুভাকাংখী হওয়া মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য

٢٠٨- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ (بخاري، مسلم)

২০৮. জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বাইয়াত করি তখন অংগীকার করি নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ও প্রত্যেক মুসলমানের হিতাকাংখী হওয়ার। (বোখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা : বাইয়াতের আসল অর্থ বিক্রি করা। অর্থাৎ মানুষ যার হাতে বাইয়াত করে, তার সাথে সে এই মর্মে অংগীকার করে যে, আমি সারা জীবন এই ওয়াদা পালন করে যাবো। হযরত জারীর রাসূল (সা)-এর নিকট তিনটে কাজের অংগীকার করেন : নামায তার যাবতীয় শর্তাবলী সহকারে আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং নিজের মুসলমান ভাইদের সাথে

কোন রকম শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণ না করা, তাদের সাথে দয়া, মমতা ও শুভাকাংখীসুলভ আচরণ করা। মুসলিম উম্মার সদস্যদের পরস্পরের সাথে কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত, তা এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

মুসলমানরা পরস্পরের অংগ প্রত্যংগের মত

٢٠٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى - (بخاري، مسلم، نعمان بن بشير رض)

২০৯. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : তুমি মুসলমানদেরকে পরস্পরের প্রতি দয়া, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি পোষণে একটি দেহের মতই দেখতে পাবে। দেহের একটি অংগ যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয়, তবে অবশিষ্ট সব ক'টি অংগ জ্বর ও অনিদ্রার শিকার হয়ে তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। (বোখারী, মুসলিম, নুমান বিন বশীর রা.)

ব্যাখ্যা : এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দেহের উদাহরণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেননি যে, মুসলমানদের একই দেহের অংগ-প্রত্যংগের মত হওয়া উচিত। বরঞ্চ বলেছেন, এটা মুসলমানদের একটা স্থায়ী ও চিরন্তন গুণ যে, তুমি তাদেরকে যখনই দেখবে, পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণকারী হিসাবেই দেখতে পাবে।

মুসলমানরা পরস্পরে একটি অট্টালিকার মত

٢١٠- قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ - (بخاري، مسلم، ابو موسى رض)